চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র - যুক্তরাজ্য
Charon Cultural Centre – UK
773 Eastern Avenue, Newbury Park, Essex IG2 7RX, UK. Tel: (+44) 020-8590 7388. info@charonuk.org

জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে চারণের খোলা চিঠি

মিঃ কফি আনান
মহাসচিব
জাতিসংঘ সদরদপ্তর
ফার্স্ট এ্যাভিন্যু এ্যাট ফৌরটিসিক্সথ স্ট্রীট
নিউয়র্ক, এন ওয়াই ১০০১৭
ইউ এস এ

১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ ইং

প্রিয় মহাসচিব সাহেব

বিষয়ঃ বাংলাভাষাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি

আমরা লন্ডনে তৎপর একটি ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী সাংস্কৃতিক সংগঠন যা যুক্তরাজ্যে আপন ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা আর বিকাশের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত । আমাদের কাজের অংশ হিসেবে আমরা প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারী পালন করি আমাদের ভাষা-শহীদ দিবস হিসেবে - যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মাতৃভাষার জন্য ১৯৫২ সালে বাঙালী শ্রমিক ও ছাত্রদের বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের মহিমাকে স্মরণ করা । জাতিসংঘ ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে ১৯৯৯ সালে ঘোষণা দেবার পর থেকে আমরা এই দিবসটিকে যুক্তরাজ্যের ভাষা-বৈচিত্রের প্রেক্ষাপটে আমাদের মাতৃভাষা উদযাপনের একটি দিন হিসেবেও পালন করে আসছি ।

জাতিসংঘের পক্ষ থেকে যখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয়, তখন প্রায় একই সময়ে লন্ডনে ভাষা-বৈচিত্রের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয় । লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল এ্যান্ড আফ্রিকান ষ্টাডিজ ও ওয়েষ্টমিনষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এই গবেষণায় পাওয়া গিয়েছে যে, বৃহত্তর লন্ডনে মাধ্যমিক স্কুলসমূহে ইংরেজীর পরই সর্বাধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলা । এই দুটি ঘটনা - জাতিসংঘের ঘোষণা ও লন্ডনের ভাষা জরীপের ফলাফল - আমাদেরকে একটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য উৎসাহিত করেছে, আর তাহলো ঃ পৃথিবীতে কত সংখ্যক মানুষ তাদের মাতৃভাষা হিসেবে বাংলায় কথা বলে এবং সংখ্যাগুরুত্বে তাদের অবস্থান কী ।

যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক ও জাতিসংঘ-স্বীকৃত ভাষা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ‘সিল ইন্টারন্যাশনাল’ পৃথিবীতে জীবন্ত প্রায় ৬৮০০ ভাষার নাম নথিভূক্ত করেছে । এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্কলিত সর্বশেষ উপাত্তগ্রন্থ এথনোলগ (১৯৯৯) অনুসারে দেখা যায়, পৃথিবীতে মাতৃভাষা হিসেবে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তা হলো চাইনিজ ম্যান্ডারিন (৮৮৫ মিলিয়ন) এবং এর পর রয়েছে স্প্যানিশ (৩৩২ মিলিয়ন), ইংরেজী (৩২২ মিলিয়ন), বাংলা (১৮৯ মিলিয়ন), হিন্দি (১৮২ মিলিয়ন), পর্তুগীজ (১৭০ মিলিয়ন), ইত্যাদি । সুতরাং, আমরা আমাদের উত্তর পেয়ে গেলাম ঃ পৃথিবীতে জনসংখ্যায় বাংলা হচ্ছে ৪র্থ বৃহত্তম ভাষা । এই উপাত্ত ইন্টারনেটের যে কোন সার্চ ইঞ্জিনে - yahoo বা google -এ 'top 100 languages by population' কথাটি টাইপ করে ‘সার্চ’ করলে পাওয়া যাবে ।

773 Eastern Avenue, Newbury Park, Essex IG2 7RX, UK. Tel: (+44) 020-8590 7388. info@charonuk.org

যা'হোক, বাস্তবে মাতৃভাষা হিসাবে বাংলা ব্যবহারকারীর সংখ্যার 'এথনোলগ'-এ নথিভূক্ত সংখ্যার চেয়ে বেশী, কারণ এতে ভুলভাবে চট্টগ্রামী (১৪ মিলিয়ন) ও সিলেটী (৫ মিলিয়ন) কায়দায় কথিত বাংলাকে পৃথক ভাষা হিসাবে দেখানো হয়েছে । এটি ঠিক ততটুকুই ভুল, যতটুকু ভুল হবে যদি ইয়র্কশায়ার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের উচ্চারণকে ইংরেজীর চেয়ে পৃথক দুটি ভিন্ন ভাষা হিসাবে দেখানো হয় । বস্তুতঃ মাতৃভাষা হিসাবে বাংলা ব্যবহারকারীদের সংখ্যা পৃথিবীতে ২১০ মিলিয়নের কম হবে না ।

অধিকন্তু, আমরা যদি ভাষা বা 'ল্যাঙ্গুয়েজের' সাথে 'এথনিসিটি' মিলাই, তাহলে যা পাই তা হচ্ছে 'এথনোলিঙ্গুয়িস্টিক' প্রকরণ, যেখানে বাঙালীরা স্প্যানিশ (দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা) বা ইংরেজী (তৃতীয় বৃহত্তম ভাষা) ভাষী সকল 'এথনিক' গোষ্ঠীর প্রত্যেকটিকে পিছনে ফেলে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম 'এথনোলিঙ্গুয়িস্টিক' গোষ্ঠী হিসেবে গণ্য হয় । আমরা মনে করি, এমন বিশাল একটি 'এথনোলিঙ্গুয়িস্টিক' গোষ্ঠী কখনোই গুরুত্বহীন হতে পারে না এবং স্বীকৃতিবিহীন হয়ে তার পড়ে থাকা উচিত নয় ।

পৃথিবীতে মানুষ তাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন প্রকরণে বিভক্ত এবং ইতিহাসে এই ঘটনাটির রয়েছে সুদূর প্রসারী প্রত্যক্ষণগত, আবেগগত ও আচরণগত ফলাফল । আমরা বিশ্বাস করি, গত শতাব্দীতে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক স্বীকৃতি ও মর্যাদার ভিত্তিতে মানব জাতির অভিন্নতার ও বিভিন্নতার মধ্যে একটি সফল ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে । আমরা ইতিহাস থেকে জানি, বিভিন্নতাপূর্ণ এই পৃথিবীতে পারস্পরিক স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা হচ্ছে শান্তির নিশ্চয়তা ।

আমরা পৃথিবীর সকল ভাষার উপযুক্ত স্বীকৃতি চাই। আমরা জানি, চাইনিজ, ইংরেজী, ফরাসী ও রাশানকে জাতিসংঘের শুরুতে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয় । পরবর্তী পর্যায়ে আরবী ও স্প্যানিশকেও জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয় । আমাদের কথা হচ্ছে, যেখানে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা ৬টি, সেখানে পৃথিবীর ৪র্থ বৃহত্তম ভাষা হবার পরও বাংলার অন্তর্ভূক্ত না-হবার বিষয়টি সুবিচার বলে প্রতিভাত হয়না । অনুগ্রহ করে মনে করবেন না যে আমরা কোন ভাষার অন্তর্ভূক্তির বিরোধীতা করছি - আমরা কেবল এই প্রস্তাব করছি যে, বাংলাভাষাকে স্বীকৃতি ও জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা দেয়া হোক । আমরা আপনার কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, বাংলাভাষার প্রতি সুবিচার করুন, কারণ এই ভাষা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম 'এথনোলিঙ্গুয়িস্টিক' গোষ্ঠীর ভাষা ।

আমাদের এই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করলে এবং এর বিষয়বস্তুর প্রতি দ্রুত সাড়া দিলে আমরা বাধিত হবো ।

আপনার আন্তরিক

মাসুদ রানা
সমন্বয়ক

নিম্নে তালিকভূক্ত সংগঠনসমূহের নেতৃত্বও উপরে উল্লেখিত পর্যবেক্ষণ, মতামত ও প্রস্তাবের অংশীদারঃ

১. মাহমুদ হাসান এমবিই ঃ *কনসোর্টিয়াম অফ* বেঙ্গলী এসোসিয়েশনস, ইউকে
২. আজিজ চৌধুরী ঃ আদারওয়ার্ডস, ইউকে
৩. রহমান জিলানী ঃ *টয়েনবী এশিয়ান স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট, ইউকে*
৪. সৈয়দ সাজিদুর রহমান ঃ *দেশবাংলা ফাউন্ডেশন, ইউকে*
৫. কাউন্সিলার খলিল কাজী ওবিই ঃ *ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন অফ বেঙ্গলী এসোসিয়েশনস, ইউকে*
৬. সৈয়দ নাহাস পাশা ঃ *লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব, ইউকে*

অনুলিপিঃ

বেগম খালেদা জিয়া
প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁ
ঢাকা, বাংলাদেশ

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য
মূখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রাইটার্স বিল্ডিং, কোলকাতা ৭০০০০১
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

শ্রী মানিক সরকার
মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার
সিভিল সেকটঃ, আগরতলা
ত্রিপুরা, ভারত

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী
প্রধানমন্ত্রী, ভারত সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
সাউথ ব্লক, রাইসিনা হিল
নয়া দিল্লী ১১০০১১, ভারত

মিঃ টনি ব্লেয়ার
প্রাইম মিনিস্টার অফ দি ইউনাটিটেড কিংডম
১০ ডাউনিং স্ট্রীট, লন্ডন এস ডব্লিউ১এ ২এএ
ইউ কে